দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন

নির্বাচনী ইশতেহার পূরণে সরকার নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে

তালুকদার হারুন

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহার পূরণে নতুন কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। এর মধ্যে ৫টি প্রকল্প ২০০৯-১০ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়নে এক হাজার নয়শ' উনষাট কোটি তেতাল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৪ সালের জুন মাসে প্রকল্পগুলো সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বর্তমান

[illegible] ঃ ২

নির্বাচনী ইশতেহার পূরণে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

সরকার প্রাথমিক শিক্ষা খাতে তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কতগুলো কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে উপবৃত্তি ৪০ ভাগ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উন্নীতকরণ, স্কুল ফিডিং কার্যক্রম, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ, বিদ্যালয়হীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন, চর, হাওর ও বাঁওড়, চা বাগান, দুর্গম এলাকার শিশুদের জন্য শিক্ষাবান্ধব কেন্দ্র স্থাপন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে সকল উপজেলাকে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন।

লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর দারিদ্র্য পীড়িত এলাকার জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচী বাস্তবায়নের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ২০১৪ সালের সময়সীমায় এটি শেষ হবে। এই প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে আটশ' কোটি টাকা। দেশের বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় পনেরশ' প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের নতুন প্রকল্পে ব্যয় হবে সাতশ' কোটি টাকা। ২০১৪ সালের মধ্যে সরকারের মেয়াদকালেই এই প্রকল্প শেষ করার টার্গেট নির্ধারিত হয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু প্রকল্পে ব্যয় করা হবে দুশ' কোটি টাকা। চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে ২০১২ সালে এ প্রকল্প শেষ হবে। চর, হাওর ও বাঁওড়, চা বাগান, দুর্গম এলাকা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া এলাকার শিশুদের জন্য শিশু বান্ধব শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পে ব্যয় হবে একশ' উননব্বই কোটি তেতাল্লিশ লাখ টাকা।

এছাড়াও ১০টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন প্রকল্পে ব্যয় করা হবে সত্তর কোটি টাকা। এ প্রকল্পটি চলতি বছরের জুলাই থেকে শুরু হয়ে ২০১২ সালে শেষ হবে।

এর বাইরেও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর ৬৪ জেলায় মৌলিক সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচী, ছিন্নমূল শিশু-কিশোর-কিশোরীদের জন্য মৌলিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প এবং পার্বত্য জেলার জন্য মৌলিক সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচী নামে পৃথক প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। এসব প্রকল্প চলতি বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলোর অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।